ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র

ভূমিকা

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে এক অভূতপূর্ব ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটেছে। ছাত্র-জনতার বুকে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে পাখির মত মানুষ মেরেও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারেননি, অবশেষে গত ৩৬ জুলাই (৫ আগস্ট) স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা পালিয়ে গিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। আর পেছনে রেখে যান ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার নিষ্পেষণে ভঙ্গুর ও প্রায় অচল এক রাষ্ট্রব্যবস্থা। যেখানে একচেটিয়া দলীয়করণ, লাগামহীন দুর্নীতি ও গণতন্ত্রহীনতায় নিমজ্জিত রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠান হয়েছে অকার্যকর ও গণবিরোধী। যেখানে ব্যাংকিং খাতে চরম অব্যবস্থপনা ও সীমাহীন লুটপাট, উন্নয়নের নাম করে বড় বড় প্রকল্পের মাধ্যমে বিদেশী ঋণের বোঝা, জ্বালানিখাতসহ বিভিন্ন খাতে রাষ্ট্রীয় কোষাগার উজাড় করা ব্যবসা, আর দেশ থেকে বিপুল অর্থপাচারে সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরস্থিতি একেবারেই সঙ্গীন! যেখানে নানারকম পরীক্ষা-নীরিক্ষায় ও সাম্রাজ্যবাদী দাতাদেশগুলোর প্রেসক্রিপশনে আর ফ্যাসিবাদী সরকারের খামখেয়ালিতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে। ফলে, সুযোগ এসেছে বাংলাদেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার, গণতান্ত্রিক – বৈষম্যহীন – সকলের জন্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অসাম্প্রদায়িক এক বাংলাদেশ নির্মাণের। জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার আকাঙ্ক্ষাও হচ্ছে এরকম এক বাংলাদেশ নির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় রাষ্ট্র সংস্কার বা মেরামতের।

এবারের এই গণঅভ্যুত্থানের বিশিষ্টতা হচ্ছে এই যে, প্রথমবারের মত দৃশ্যমান কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের নেতৃত্বে এই অভ্যুত্থানটি ঘটেনি, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে মূলত ছাত্রসমাজ এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্বদান করলেও, একটা পর্যায়ে দেশের সর্বস্তরের ছাত্র-জনতা এই অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছে! ফলে, ছাত্র-জনতার বিজয়ের পরে রাষ্ট্র পরিচালনা, গণঅভ্যুত্থানে চালানো গুলি ও ফ্যাসিবাদী শাসনের যাবতীয় অপকর্মের তদন্ত ও বিচার, এবং

রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হলেও, ছাত্র-জনতা ঘরে ফিরে গিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকে নি, বরং প্রতিনিয়ত জাগ্রত ও সরব থাকছে, রাষ্ট্র সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে জানান দিচ্ছে, এবং অনেকক্ষেত্রে এই সরকারের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতাও করছে। এটি যেমন প্রবল সম্ভাবনার জায়গা, তেমনি জনগণের এই আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার মতো কোন সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তি না থাকায়, একরকম অনিশ্চয়তা, সংশয়ের জায়গাও রয়েছে। আওয়ামী লীগের একদলীয় শাসনব্যবস্থার পতন ঘটেছে, কিন্তু ফ্যাসিবাদী শাসন কাঠামো এখনো বিরাজ করছে। স্বাধীনতার পর থেকে গত ৫৩ বছর ধরে এদেশে আইনের শাসনের অনুপস্থিতিতে আমাদের দেশে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। ফলতঃ গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী মাসগুলোতে আইন-শৃংখলার নাজুক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সারাদেশে নানারকম অপতৎপরতাও দেখা দিয়েছে। সনাতনী, আদিবাসী, সুফি, মাজারপন্থী, ফকিরি, আহমেদিয়া, শিয়া, সহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতিগত প্রান্তিককৃত জনগোষ্ঠীর ওপরে হামলা-আক্রমণ, এবং তাদের বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। নারী ও লিঙ্গীয় প্রান্তিককৃতদের লক্ষ করেও অনলাইনে-অফলাইনে সংঘবদ্ধ আক্রমণ চলেছে, তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছেন। আবার এর বিপরীতে সাধারণ মানুষকে রুখে দাঁড়াতেও দেখা গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, সকলেই কথা বলা শুরু করেছেন। ফলে, আশা-আকাঙ্ক্ষা-সম্ভাবনা ও আশংকা-অনিশ্চয়তা পাশাপাশি চলছে। দেশের এই সন্ধিক্ষণে একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণের ঐতিহাসিক দায়িত্ব বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের।

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি রেমিটেন্সপ্রবাহ। প্রবাসী বাংলাদেশীরা তাদের রক্ত ঘাম করা পরিশ্রমে পাঠানো রেমিটেন্সে ফ্যাসিবাদী আমলের পুকুরচুরি লুটপাটের পরেও দেশের অর্থনীতিকে কেবল টিকিয়েই রাখেনি, এই গণঅভ্যুত্থানেও ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনার পতনে সক্রিয় ভুমিকা রেখেছে। ১৭ জুলাইয়ের পরে ইন্টারনেট – মোবাইল নেটওয়ার্ক সবকিছু বন্ধ করে দিয়ে বাংলাদেশকে গোটা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিলো, সেই সময়টিতে প্রবাসী বাংলাদেশীরা সরব থেকেছে। তারা রেমিটেন্স পাঠানো বন্ধ করে দেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদী সরকারের ওপরে প্রবল চাপ তৈরি করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও বিভিন্নদেশে তারা বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতে এমনই বিক্ষোভ করতে গিয়ে ৫৭ জন প্রবাসী বাংলাদেশী গ্রেফতার হয়েছিলেন ও ফ্যাসিবাদী সরকারের প্ররোচনায় দ্রুততমসময়ে যাবজ্জীবনসহ বিভিন্ন মেয়াদের সাজার সম্মুখীনও হয়েছিলেন (সম্প্রতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কুটনৈতিক তৎপরতায় তারা মুক্ত হয়েছেন)। অর্থাৎ, প্রবাসী

বাংলাদেশীরা বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে অবস্থান করলেও, দেশকে প্রতিনিয়ত বুকে ধারণ করেন এবং একটি গণতান্ত্রিক ও মানবিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন তারা দেখেন।

আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশী, যারা আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থা পতনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরব থেকে ও প্রবাসে সক্রিয় কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে বিভিন্নভাবে সমর্থন যুগিয়েছি, দেশের এই সন্ধিক্ষণে রাষ্ট্র পুনর্গঠনে প্রতিটি বাংলাদেশীর ওপরে যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব এসে হাজির হয়েছে, আমরা প্রবাসে অবস্থান করেও সেই দায়িত্ব অনুভব করছি। একটি বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক, সকলের জন্যে অংশগ্রহণমূলক (ইনক্লুসিভ) গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশে অবস্থানরত গণতন্ত্রকামী – মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামে আমরা পাশে দাঁড়াতে চাই। সেই জায়গা থেকেই আমরা প্রবাসী বাংলাদেশীরা এই নেটওয়ার্কটি গঠন করছি। দল, মত, জাতি, লিঙ্গ, সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন, ধর্ম ও বিশ্বাস নির্বিশেষে বাংলাদেশের বাইরে যেকোন দেশে বসবাসকারী যেকোন বাংলাদেশী, যারা আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে একমত হবেন, তারাই এই নেটওয়ার্কের সদস্য হতে পারবেন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

আমরা বাংলাদেশে মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা “সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার”-এর পূর্ণ বাস্তবায়ন দেখতে চাই এবং ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার “বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক ও সকলের জন্যে অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ” নির্মাণ করতে চাই। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার। দেশের প্রতিটি মানুষ, সবচেয়ে দুর্বল, সবচেয়ে প্রান্তিকজনও যে একজন মানুষ হিসেবে আত্মমর্যাদার অধিকারী, এই রাষ্ট্র ৫৩ বছরে তা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে না পারায় সামাজিক সুবিচার হয়েছে ভূলুণ্ঠিত। তাই, মুক্তিযুদ্ধের এই অপূরিত অঙ্গীকার বাস্তবায়নই আমাদের উদ্দেশ্য। তার জন্যে দরকার সবরকম বৈষম্যের অবসান। আমরা এমন এক অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠন করতে চাই, যেখানে সবরকম ধর্মীয় মত, পথ ও বিশ্বাসের মানুষ সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারবেন, প্রত্যেকের ধর্মীয় ও মত প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। যেখানে ভিন্নমতের প্রতি শুধু সহনশীলতাই নয়, সহাবস্থানও নিশ্চিত করা হবে। সকলের জন্যে অংশগ্রহণমূলক বা ইনক্লুসিভ সমাজ বলতে আমরা বুঝি মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, নাস্তিক, নারী, পুরুষ, রূপান্তরকামী, রূপান্তরিত, আন্তঃলিঙ্গ, হিজড়া, বাঙালি ও

আদিবাসী সকল জাতিগোষ্ঠী, বিষমকামী, সমকামী, উভকামী ও অ্যাসেক্সুয়াল - এরকম বহুধারার প্রতিটি নাগরিকের বাংলাদেশ রাষ্ট্রে সমান অধিকার এবং অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হবে এমন এক সমাজ। আমরা এমন বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে আর কখনোই ফ্যাসিবাদ ফিরে আসতে পারবে না। যেখানে নতুন কোন শেখ হাসিনার জন্ম হবে না।

এহেন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা চাইঃ

১। বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কার বা পুনর্লিখন এবং বিভিন্ন নিবর্তনমূলক ও জনস্বার্থবিরোধী আইন বাতিল, সংশোধন ও পুনর্লিখন।

২। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন, সেগুলোকে নির্বাহী বিভাগের বা সরকারের প্রভাব বলয়ের বাইরে স্বায়ত্বশাসিত ও শক্তিশালীভাবে গড়ে তোলা, একইসঙ্গে জনগণের নিকট প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

ক) বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণ, বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ।

খ) আনসার-ভিডিপি, পুলিশ, বিজিবিকে স্বাধীন কমিশনের মাধ্যমে পরিচালনা, প্রত্যেকের স্বতন্ত্র দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণ, এবং কোন অবস্থাতেই জনগণের ক্ষোভ-বিক্ষোভ দমনের কাজে শাসকদলের নিপীড়ক বাহিনী হিসেবে ভূমিকা রাখতে না পারে, তা নিশ্চিত করা।

গ) স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন, যার নিয়োগ, অপসারণ কিংবা পদোন্নতিতে নির্বাহী বিভাগের কোন হস্তক্ষেপ থাকবে না, এবং নির্বাচনকালীন সময়ে আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনকে সর্বোচ্চ সহায়তা করতে বাধ্য থাকবে।

ঘ) স্বাধীন ও শক্তিশালী দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন।

ঙ) জনপ্রশাসনকে ঢেলে সাজানো। নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলির ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ মুক্ত করে, দক্ষতা - যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতা বা অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করা।

চ) অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকেও সরকারের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ মুক্তকরণ।

৩। নির্বাচন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন। আসনভিত্তিক সংসদ সদস্য নির্বাচনের বদলে ভোটের সংখ্যানুপাতে নির্বাচন ব্যবস্থা চালুকরণ।

৪। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা তথা গণক্ষমতা নিশ্চিতকরণ। শক্তিশালী স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

৫। শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার। সবার জন্যে, বৈষম্যহীন, যুগোপযোগী, বিজ্ঞানভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিতকরণ।

৬। অর্থনৈতিক সংস্কার। ব্যাংকিং খাতে অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও লুটপাট বন্ধ, খেলাপী ঋণ - অপ্রদর্শিত অর্থ- পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার। বিদেশী ঋণ নির্ভরতা কমিয়ে আত্মনির্ভরশীল ও উৎপাদনমুখী অর্থনীতি গড়ে তোলা।

৭। বাংলাদেশের ওপরে সাম্রাজ্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী দেশসমূহের যেকোনো আগ্রাসন-চক্রান্তের বিরুদ্ধে সজাগ থেকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্র হিসেবে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ। সীমান্তে হত্যা বন্ধ ও আন্তর্জাতিক নদীসমূহের উজানে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা অপসারণের মাধ্যমে স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ অব্যাহত রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ। বৈদেশিক শক্তির সাথে করা সকল চুক্তি প্রকাশ ও পুনর্মূল্যায়ন ও জনবিরোধী চুক্তিসমূহ বাতিল। জনগণেরর গণভোটের ম্যান্ডেট ছাড়া অন্য দেশের সাথে নতুন কোনো চুক্তি করা যাবে না। দেশের মাটিতে বা সাগরে বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা যাবে না।

৮। শ্রমিক ও কৃষকদের অধিকার নিশ্চিতকরণ। প্রবাসী শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতকরণ।

৯। নারীর সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ। রূপান্তরকামী, রূপান্তরিত, আন্তঃলিঙ্গ, হিজড়া, অ্যাসেক্সুয়াল-এর সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ।

১০। আদিবাসীদের অধিকার নিশ্চিতকরণ। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি, মাতৃভাষায় শিক্ষা এবং পার্বত্য অঞ্চল থেকে অলিখিত সেনাশাসনের অবসান ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহার।

১১। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরে দেশের জনগণের অধিকার নিশ্চিতকরণ।

১২। প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ বিরোধী সকল প্রকল্প থেকে সরে আসা।

১৩। শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ। গ্রামীণ ও লোকজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারণ, বাহন ও সংরক্ষণ। আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সংরক্ষণ।

১৪। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বৈষম্য নিরসন। রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে লিঙ্গীয়, ধর্মীয়, জাতিগত ও অঞ্চলগত বৈষম্য নিরসন। সাম্য প্রতিষ্ঠা।

১৫। মেগা প্রকল্পের উন্নয়নের বদলে দেশ বান্ধব, জনগণ বান্ধব ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন নীতি গ্রহণ।

১৬। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভোটাধিকার। সকল দূতাবাসে জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে প্রবাসী বাংলাদেশী বান্ধব করতে ঢেলে সাজানো।

কাজের ক্ষেত্র বা কর্মপরিধিঃ

রাষ্ট্র মেরামতের কাজটি রাজনৈতিক কাজ, ফলে এর জন্যে দরকার রাজনৈতিক শক্তি। প্রবাসে অবস্থান করার কারণে আমাদের পক্ষে সেই রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে না (যেমনঃ সংসদে বা সরকারে গিয়ে আইন পরিবর্তন)। ফলে, আমাদের ভূমিকা হবে পরোক্ষ, অর্থাৎ সহযোগিতামূলক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও একটি সংঘবদ্ধ প্রেশারগ্রুপ হিসেবে।

১। আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে ভূমিকা রাখতে পারি। বিভিন্ন দেশে বসবাসের অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব ব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্যে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, সেগুলোও উপস্থাপন করতে পারি।

২। অনলাইন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সহযোগিতায় আমরা বাংলাদেশের মানুষের মাঝে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখতে পারি।

৩। গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে বাংলাদেশে যেসব নতুন রাজনৈতিক শক্তি গড়ে উঠছে তাদের জন্যে, এমনকী পুরাতন রাজনৈতিক শক্তিগুলো যারা জনগণের এই আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে রাষ্ট্র সংস্কারে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে চায়, তাদের জন্যে সহায়ক শক্তি হিসেবে আমরা কাজ করতে পারি।

৪। অন্তর্বর্তীকালীন এই সরকারের একটা প্রেশারগ্রুপ হিসেবে কাজ করতে পারি। রাষ্ট্র সংস্কারের বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের প্রস্তাবনা সরকারকে জানানো, এছাড়াও দেশের যেকোনো পরিস্থিতিতে আমাদের প্রতিক্রিয়া সরকার ও দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন করতে পারি।

৫। বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশের মানুষের, বিশেষ করে অর্থনৈতিক, লিঙ্গীয়, জাতিগত ও ধর্মীয়ভাবে প্রান্তিক মানুষের কথা জনগণের সামনে তুলে আনতে পারি। তাদের কথা বলার একটা প্লাটফর্ম তৈরি করতে পারি।

৬। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পক্ষে শক্তিশালী লবি তৈরি করতে পারি। বিশেষ করে, ইউরোপ-আমেরিকায় ভারতীয় লবির বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে যেসব প্রচারণা আছে, সেসবের বিরুদ্ধে আমাদের আওয়াজ তুলে ধরতে পারি। বিভিন্ন দেশের সরকার, এমপি বা রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক তৈরি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, জাতিসংঘ, ইউনেস্কো, আন্তর্জাতিক আদালত – এরকম বিভিন্ন জায়গাতেও বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যা সংকটে যেতে পারি।

৭। বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্মাণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারি। যাতে, জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে বিদেশ-বিভুইয়ে আসা বাংলাদেশীদের মধ্যে যারা নানারকম বিপদের মধ্যে পড়ে, তাদের পাশে সাধ্যমত দাঁড়াতে পারি বা কোন দেশে রাজনৈতিক পালাবদলে উদ্ভুত যেকোন পরিস্থিতিতে সম্মিলিতভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারি।

কর্মসূচির ধরণঃ

১। স্বাক্ষর সংগ্রহ ও বিবৃতি প্রদান

২। লাইভ টকশো (গণতন্ত্র-আলাপ)

৩। লাইভ ওয়েবিনার (গণতন্ত্র-ওয়েবসভা)

৪। লাইভ ইন্টারভিউ (..... এর সাথে আলাপঃ)

৫। সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার (রেকর্ডেড)

৬। জরিপ ও গবেষণা

৭। অনলাইন ওয়ার্কশপ

৮। সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম

৯। অনলাইন আর্কাইভ

১০। বিষয়ভিত্তিক, দিবসভিত্তিক ক্যাম্পেইন পরিচালনা

১১। ওয়েবসাইট, ওয়েবজিন

১২। ই-বই ও মুদ্রিত বই প্রকাশনা

১৩। গুজব প্রতিরোধ সেল

গঠনতন্ত্র ও কার্যপ্রণালী

১। সদস্যত্বঃ বাংলাদেশের বাইরে যেকোন দেশে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশী এই প্লাটফর্মের সদস্য পদের জন্যে আবেদন করতে পারবেন, যদি তিনিঃ

ক) ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে, জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পক্ষে এবং মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি বিরোধিতাকারী শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন,

খ) এই প্লাটফর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে একমত থাকেন, এবং

গ) নারীবিদ্বেষী বা বর্ণবিদ্বেষী কোন প্রকাশ্য বক্তব্য প্রদান বা আচরণের গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত না হন।

২। পদমর্যাদাঃ এই প্লাটফর্মটির সকল সদস্য একই মর্যাদার অধিকারী হবেন। ফলে, এখানে কোন নেতা বা প্রধান - উপ-প্রধান পদ বিভাজন থাকবে না (কোন হায়ারার্কি থাকবে না)। সকলের মতের সমান গুরুত্ব দেয়া হবে। তবে, বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আগ্রহী যারা থাকবেন, যারা অধিক দায়িত্ব পালন করবেন, তাদেরকে নিয়ে ছোট ছোট উপকমিটির মাধ্যমে কাজ চালানো হবে। সেখনে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজের সিদ্ধান্ত তারা নিতে পারবেন, তবে তারা অন্য সদস্যদেরকে তাদের নেয়া যেকোন সিদ্ধান্ত অবহিত করবেন।

৩। কার্যকরী পরিষদঃ আগ্রহী, নতুন সদস্য সংগ্রহ ও বিভিন্ন কাজে সবচেয়ে ক্রিয়াশীল সদস্যদের (সর্বোচ্চ সীমা নেই) নিয়ে একটি কার্যকরী পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদে বিভিন্ন মহাদেশের ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিত্ব এবং লিঙ্গ, বিশ্বাস, রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিন্নতার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হবে। এই পরিষদ গঠন, পরিষদে নতুন সদস্যের অন্তর্ভুক্তিকরণ বা কোন সদস্যের নিষ্ক্রিয়তার কারণে পরিষদ থেকে সরে যাওয়া - প্রভৃতির সিদ্ধান্ত জেনারেল সদস্যদের জুম মিটিং -এ নেয়া হবে।

পরিষদের কাজঃ

ক) সদস্যপদ গ্রহণ - বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়া,

খ) কোন সদস্যের গুরুতর অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রমাণ সাপেক্ষে সেই সদস্যের পদ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া এবং

গ) বিভিন্ন কাজের সুবিধার জন্যে তাৎক্ষণিক বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৪। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপঃ প্লাটফর্মের সকল সদস্যের পারস্পরিক মতের আদান প্রদানের জন্যে এবং বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে মূল যোগাযোগের মাধ্যম হবে হোয়াটসআপের বিভিন্ন গ্রুপ। যেমনঃ

ক) গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক (এনাউন্সমেন্টস): নেটওয়ার্কের সকল সদস্য এই কমিউনিটির সদস্য থাকবেন এবং সমস্ত গ্রুপ গুলো এই কমিউনিটির অধীনে থাকবে। কার্যকরী পরিষদের কয়েকজন সদস্য এখানে এডমিন হিসেবে থাকবেন ও তারা বিশেষ ঘোষণা, সদস্যদের কোন মাঝে কোন পোল বা আমাদের কর্মসূচির লিংকগুলো এখানে পোস্ট করবেন।

খ) জেনারেল ডিসকাশনঃ নেটওয়ার্কের সকল সদস্যকে নিয়ে একটি জেনারেল ডিসকাশন নামের গ্রুপ থাকবে। সেখানেই সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে আলাপ আলোচনা করা হবে এবং সকলকে সমস্ত কাজের ব্যাপারে অবহিত করা হবে।

গ) মহাদেশীয় গ্রুপঃ বিভিন্ন মহাদেশ অনুযায়ী আলাদা আলাদা গ্রুপ থাকবে, যেখানে নিজ নিজ মহাদেশের সদস্যদের নিজস্ব আলোচনা করা হবে।

ঘ) কাজের গ্রুপঃ ফেসবুক, ইউটিউব, বিবৃতি লিখন, ডিজাইন - এরকম বিভিন্ন কাজ অনুযায়ী আলাদা আলাদা গ্রুপ থাকবে।

ঙ) ওয়েবসভা ভিত্তিক গ্রুপঃ ওয়েবসভা, আলাপ ও সাক্ষাৎকার নামে একটি গ্রুপ থাকবে, যেখানে (অথবা জুম মিটিং-এ) ওয়েবসভার মূল দায়িত্ব, ওয়েবসভাপত্র লেখক (যদি সদস্যদের বাইরের কাউকে দিয়ে লেখার দায়িত্ব দেয়া হয়), আলোচক ও সঞ্চালক সম্পর্কিত চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, প্রতিটি ওয়েবসভাকে কেন্দ্র করে আলাদা আলাদা গ্রুপ তৈরি করা হবে। কোন ওয়েবসভার মূল দায়িত্ব বা পেপার লেখার কাজ যদি সদস্যদের বাইরের কাউকে দিয়ে করানো হয়, সেক্ষেত্রে গ্রুপটি কমিউনিটির বাইরে করা যাবে, তবে সেখানেও নেটওয়ার্কের আগ্রহী সদস্যদেরকে যুক্ত করতে হবে। সেখানকার আলোচনাগুলো প্রস্তাবনা আকারে 'ওয়েবসভা, আলাপ ও সাক্ষাৎকার' গ্রুপে অথবা জুম মিটিং-এ চুড়ান্ত করে নিতে হবে।

৫। জুম মিটিংঃ কাজের বিস্তারিত পরিকল্পনার জন্যে মাসে কমপক্ষে একবার জুম মিটিং অনুষ্ঠিত হবে। জুম মিটিং-এই সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। যেকোন মতবিরোধের ক্ষেত্রে

যুক্তি-তর্কের ওপরে নির্ভর করা হবে। যুক্তি-তর্কের পরেও যদি কোনো বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছানো না যায়, ভিন্ন ভিন্ন মত হিসেবেই সকলে গ্রহণ করবেন, যতক্ষণ না তা সংগঠনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক না হচ্ছে। তবে, বিশেষ সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড বা কর্মসূচির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ওপরে ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। জুম মিটিং এর আলোচনার ও সিদ্ধান্তের সারসংক্ষেপ জেনারেল হোয়াটসআপ গ্রুপে জানাতে হবে। টাইম জোনের সমস্যার কারণে সব মহাদেশের সদস্যদের একই সময়ে জুম মিটিং করা সম্ভব না হলে, কাছাকাছি টাইম জোনের একাধিক মহাদেশের সদস্যরা একত্রে গ্রুপে জুম মিটিং করতে পারবেন (যেমনঃ আমেরিকা ও ইউরোপ একত্রে, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়া একত্রে)। সেক্ষেত্রে মিটিং এর আলোচনার সারসংক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত জেনারেল গ্রুপে জানাতে হবে।

৬। সদস্যপদ বাতিলঃ বাংলাদেশের বাইরে যেকোন দেশে বাসরত কোন প্রবাসী বাংলাদেশী আমাদের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র পাঠপূর্বক সদস্যফর্ম পূরণ করার পরে কার্যকরী পরিষদ তার সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানার চেষ্টা করবেন, বিশেষ করে ফ্যাসিবাদের সাথে সরাসরি যোগসাজশ, গণঅভ্যুত্থান বিরোধী অবস্থান থাকলে, কিংবা নারীবিদ্বেষী ও বর্ণবিদ্বেষী গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেলে তার সদস্যত্ব গ্রহণ করা হবে না! আর, ঘোষণাপত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে একমত হয়ে সদস্যত্ব গ্রহণ করার পরেও একজন সদস্যের সদস্যত্ব বাতিল হবে, যদি-

ক) ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সরাসরি যোগসাজশ, ঘনিষ্ঠতা বা সুবিধার আদানপ্রদাণের প্রমাণ মিলে।

খ) ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ও ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন, তথা মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা ও গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে দাঁড়ান।

গ) নারীবিদ্বেষী ও বর্ণবাদী গুরুতর অভিযোগ প্রমানিত হয়।

৭। সদস্য ফর্ম পুরণের বাধ্যবাধকতাঃ প্লাটফর্মের প্রতিটি সদস্যকে সদস্য ফর্ম পূরণ করার মাধ্যমেই সদস্য হতে হবে। হোয়াটসঅ্যাপে সদস্যদের জেনারেল গ্রুপে কোনো সদস্য অন্য কাউকে সরাসরি যুক্ত করতে পারবেন না। ইতোপূর্বে যারা হোয়াটসআপ গ্রুপে যুক্ত হয়েছেন কিন্তু সদস্য ফর্ম পূরণ করেননি, তাদেরকে সদস্য ফর্ম পূরণের জন্য উদ্যোগ নেয়া হবে।

৮। সদস্যদের বার্ষিক চাঁদাঃ অনলাইনে ভালোভাবে কর্মকাণ্ড পরিচালনার নিমিত্তে, যেমন স্ট্রিম ইয়ার্ডের মাসিক/ বার্ষিক সাবস্ক্রিপশন, ফেসবুক পেইজের, ইভেন্টের ও বিভিন্ন পোস্টের বুস্ট, ওয়েবসাইট তৈরি, ভিডিও এডিটিং এর জন্যে কাউকে নিয়োগ, প্রভৃতি কাজের জন্যে যে

অর্থের দরকার হবে, তা কেবলমাত্র প্লাটফর্মের সদস্যদের চাঁদা থেকেই সংগ্রহ করা হবে। কোন বন্ধুপ্রতিম বা শুভানুধ্যায়ী প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, দল বা গোষ্ঠীর কাছ থেকে কোন রকম অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা হবে না।

ক) বার্ষিক চাঁদার পরিমাণঃ প্রতি সদস্য বছরে কমপক্ষে একবার হলেও সদস্য চাঁদা প্রদান করবেন। তবে এই চাঁদার পরিমাণ কত হবে, তা সম্পূর্ণরূপে তিনিই নির্ধারণ করবেন। এই চাঁদার কোন ন্যুনতম বা সর্বোচ্চ সীমা থাকবে না, তবে বছরে ১ ইউরো বা ১ ইউএস ডলার বা ১ পাউণ্ড হলেও চাঁদা দিতে হবে।

খ) ফাণ্ড সমন্বয়কঃ কার্যকরী পরিষদ একজন সদস্যকে ফাণ্ড সমন্বয়ক হিসেবে মনোনীত করবে। কার্যকরী পরিষদের সদস্যরা পর্যায়ক্রমে ১ বছর বা ২ বছরের জন্যে এই দায়িত্ব পালন করবেন। বার্ষিক চাঁদা সংগ্রহে সদস্যদের সাথে যোগাযোগের কাজটিতে কার্যকরী পরিষদের সদস্যরা ফান্ড সমন্বয়ককে যথাসম্ভব সহযোগিতা করবেন, ফান্ড সমন্বয়ক যদি দরকার মনে করেন, তাহলে কার্যকরী পরিষদ থেকে একজন সদস্য **সহকারী ফান্ড সমন্বয়ক**-এর দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

গ) চাঁদা পাঠানোর পদ্ধতিঃ যতদিন প্লাটফর্মের নিজস্ব ব্যাংক একাউন্ট খোলা না হবে, ফাণ্ড সমন্বয়ক তার একাউন্ট নাম্বার নেটওয়ার্কের সদস্যদের সাথে শেয়ার করবেন। সদস্যরা সেই একাউন্টে তার বার্ষিক চাঁদা মানি ট্রান্সফার করবেন। মানি ট্রান্সফারের সময়ে ডেসক্রিপশনে তিনি তার হোয়াটসআপ নাম্বার ও একটি ইউনিক কোডনেম উল্লেখ করবেন, যা তিনি ফাণ্ড সমন্বয়কের কাছ থেকে পাবেন বা সংগ্রহ করে নিবেন। এই কোডনেম সদস্যের আর্থিক তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষায় জরুরী।

ঘ) আর্থিক স্বচ্ছতাঃ আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষে, একটি গুগল স্প্রেডশিটে সংগৃহীত সদস্য চাঁদা ও যাবতীয় খরচাদি সদস্যদের সাথে শেয়ার করা হবে। ফাণ্ড সমন্বয়ক প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার ফাণ্ড-সামারি গ্রুপ এনাউন্সমেন্টে জানাবেন।

৯। পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধনঃ এই ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের যেকোন ধারা পরিবর্তনযোগ্য। হোয়াটসআপের জেনারেল সদস্যদের গ্রুপে কিংবা জুম মিটিং-এ আলাপ-আলোচনা, যুক্তি-তর্ক ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের ধারা পরিবর্তন করা যাবে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে আশু দাবিনামাঃ

১। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে পূর্ণ কার্যকর করে সারাদেশের মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ধর্ম, বিশ্বাস, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্যে সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। সারাদেশে কারখানায় অগ্নিকাণ্ড, ভাস্কর্য ভাংচুর, লুটপাট এবং মাজার-মন্দির-ওরস শরীফে হামলা কঠোর হস্তে দমন করতে হবে ও অপরাধীদের খুঁজে বের করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

২। জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার ওপর চালানো হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়নের জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের জন্যে শক্তিশালী তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্ত ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের অধীনে বিচার সম্পন্ন করতে হবে।

৩। গণঅভ্যুত্থানের সকল শহীদ ও আহতের তালিকা দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। শহীদদের পরিবারের দায়িত্ব নিতে হবে। আহতদের চিকিৎসার ভার নিতে হবে ও যারা পঙ্গুত্ববরণ করে কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। শহীদদের বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের স্মৃতি ধরে রাখার উদ্যোগ নিতে হবে।

৪। আওয়ামী শাসনামলের যাবতীয় অপরাধকর্মের বিচারকাজ শুরু করতে হবে। যাবতীয় দুর্নীতির শ্বেতপত্র উন্মোচন করতে হবে। দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী, এমপি, নেতা, আমলা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা, সকলকেই আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। গত ১৫ বছরে চলা সকল হত্যা, খুন, গুম ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক বিচার বহির্ভূত খুন বা আটকের তদন্তের মাধ্যমে বিচার করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী পরিচালিত বাংলাদেশের সমস্ত আয়নাঘর বা নিপীড়নকেন্দ্র থেকে এখনো যারা আটক আছেন তাদেরকে অবিলম্বে বের করে আনতে হবে, সেগুলোকে জনগণের সামনে উন্মোচন করতে হবে এবং এর সঙ্গে জড়িত সকলের বিচার করতে হবে। গত ১৫ বছরে বিদেশী শক্তিসমূহের সাথে যত দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক গোপন চুক্তি করা হয়েছে, সেগুলো উন্মোচন করতে হবে, জনবিরোধী সকল চুক্তি বাতিল করতে হবে।

৫। গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এদেশের ছাত্র-জনতার যে বিপুল আকাঙ্ক্ষার জাগরণ ঘটেছে, সেই আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপদান করতে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অবিলম্বে রাষ্ট্র বিনির্মাণের পরিপূর্ণ রূপরেখা হাজির করতে হবে, এবং এই কাজটিতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে উন্মুক্ত আলাপ-আলোচনার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

৬। সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার ব্যয়ভার সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যের ঊর্ধ্বগতি ঠেকাতে, নিয়মিত বাজার পর্যবেক্ষণ, বাজার নিয়ন্ত্রণকারী সারাদেশের ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট ভেঙ্গে দেয়া, টিসিবি ও ওএমএস এর মাধ্যমে উৎপাদকের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্য পণ্য কিনে সাধারণ মানুষের কাছে স্বল্পমূল্যে বিক্রির যে গণবন্টন ব্যবস্থা রয়েছে তার পরিধি ও গভীরতা বিস্তৃত করা ও দুর্নীতিমুক্ত করা- প্রভৃতি পদক্ষেপ জরুরীভাবে নিতে হবে।

সর্বশেষ আপডেটঃ ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪

সর্বশেষ আপডেটঃ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫